"মিষ্টি বাচ্চারা - তোমাদের বাবাকে স্মরণ করার রেস করতে হবে, বাবাকে ভুলে গেলে মায়ার গোলা লেগে যাবে"

*প্রশ্নঃ - এই ড্রামার কোন্ গুহ্য রহস্য তোমরা বাচ্চারাই জানো ?

*উত্তরঃ - তোমরা জানো যে, এই ড্রামাতে ভিন্ন - ভিন্ন বৈচিত্রপূর্ণ অ্যাক্টর, প্রত্যেকের পার্টই পৃথক । একের পার্ট, একের ফিচার্স (চেহারা) অন্যের সঙ্গে মেলে না । যাঁরা অলরাউন্ডার হিরো পার্টধারী, তাঁদেরই মহিমা । বাকি যারা অল্প সময়, এক-দুই জন্ম পার্ট প্লে করে, তারা দুর্বল পার্টধারী । ২) সকল পার্টধারীর মধ্যে পরমাত্মা ব্যাপ্ত হয়ে একাই ডান্স করেন না । তিনি তো এই অসীম জগতের ড্রামার নির্দেশক । তিনি নাম-রূপ থেকে পৃথক নন । যদি পৃথক হতেন, তাহলে এই যে মহিমা -- তোমার গতি-মতি তুমিই জানো... একথা রং হয়ে যাবে ।

ওম্ শান্তি । বাবা যেমন বলেছিলেন, আমি সাধারণ বৃদ্ধের তনে আসি অর্থাৎ যার বাণপ্রস্থে থাকার মতো অবস্থা হয় । বাণপ্রস্থ অর্থাৎ বাণীর ঊর্ধ্বে, সেটা তো হলো নির্বাণধাম । সুখধাম, দুঃখধাম অর্থাৎ যেখানে মানুষ থাকে । সুখধামে মানুষ থাকে । ওখানে তারা সুখ প্রাপ্ত করে, তাই সুখধাম নাম রাখা হয়েছে । ধামে মানুষ থাকে । আচ্ছা ! আবার শান্তিধাম বলা হয় । ওখানে তো মানুষ থাকে না । শান্তিধাম বলার কারণে সিদ্ধ হয় যে, ওখানে আত্মারা থাকে । ওখানে মানুষ থাকতেই পারে না । এমন নয় যে, মানুষ সত্যযুগে শান্তিতে থাকে বলে কোনো গুহাতে থাকে বা মনকে শান্ত রাখার চেষ্টা করে, কিন্তু তা নয় । ওখানে তো থাকেই এক অদ্বৈত ধর্ম, দ্বৈতের কোনো কথাই নেই । তারপর যত ধর্ম বৃদ্ধি পায় ততই দ্বৈত বৃদ্ধি পেতে থাকে, যেখানে দ্বৈত থাকে সেখানে অশান্তি থাকে । বাণপ্রস্থ(বাণীর ঊর্ধ্বে যাওয়া অর্থাৎ) একে বলা হয় নির্বাণ ধাম । বাচ্চারা, তোমরা এখন জেনে গেছো যে, আমরা আত্মারা নির্বাণধামে থাকি, তাকে মুক্তিধামও বলা হয় । ওখানে আত্মারা কেবল শান্তিতেই থাকে । সুখধামে তো আত্মা শরীরে থাকে, তাই না । শরীরে থাকলে কখনোই শান্তি থাকতে পারে না । হঠযোগ, প্রাণায়াম ইত্যাদি করে ১০ - ২০ দিন বা একমাস থাকতে পারে কিন্তু শান্তিতে কতক্ষণ থাকবে ? মুক্তি বা জীবনমুক্তিতে তো যেতে পারবে না । এ তো ড্রামা, তাই না । এই সময় সমস্ত আত্মাদের এই কর্মক্ষেত্রে এসে যাওয়া উচিত কেননা নম্বরের ক্রমানুসারে আসতে হবে । আত্মাদের মানও নম্বরের ক্রমানুসারে হয় । কেউ সতোপ্রধান, কেউ সতঃ, রজঃ আবার তমঃ । যারা পরের দিকে অল্প সময়ের জন্য এই ভূমিকা পালন করতে আসে তারা তো প্রায় কমজোর আত্মা । তাদের অল্প পার্ট থাকে । তাদের এতো প্রভাব হয় না, এতো মহিমা হয় না । বিচার করে দেখো, কাদের মহিমা হয় ? উঁচুর থেকে উঁচু হলেন ভগবান । এ হলো ভারতেরই কথা । অন্য জায়গায় কাদের মহিমা করবে ? ধর্মস্থাপকদের । ক্রাইস্টের পরে যেমন পোপ আসে, তাদেরও চিত্র থাকে । যে আত্মাদের মহিমা হয়, তাদের পার্টের অনেক গুরুত্ব । বাচ্চারা, তোমরা এই সৃষ্টির আদি, মধ্য এবং অন্তকে জেনে গেছো । ড্রামাতে যারা এক নম্বর এক্টর তাদের নাম খবরের কাগজে দেওয়া হয়, আর মানুষও আকৃষ্ট হয় যে অমুককে দেখবো । কেউই তো জানে না যে, এ হলো অসীম জগতের পাঁচ হাজার বছরের ড্রামা । বিদেশের লোকেরাও অনেক গল্পকথা বলে । সবথেকে বেশী গালগল্প করে এখানকার মানুষ । বাবা এসে তাই আমাদের সম্পূর্ণ জ্ঞান প্রদান করেন । তোমাদের বুদ্ধিতে অবশ্যই এ কথা বসা উচিত । মুখ্য ক্রিয়েটর, ডায়রেক্টর, প্রিন্সিপল এক্টর কে ? শিব বাবা । তিনিই নলেজফুল, ব্লিসফুল । আমরা শিব বাবাকে অ্যাক্টর বলতে পারি । মানুষ তো বলে থাকে, তিনি কখনো অ্যাক্ট করেনই না । তিনি নাম -রূপ থেকে পৃথক । আবার বলে দেয়, তিনি তো সর্বব্যাপী । তাহলে কি একজন অ্যাক্টরই সকলের মধ্যে ডান্স করেন ? তা নয়, এখানে তো প্রত্যেকের অ্যাক্ট ভিন্ন-ভিন্ন । একেরটা (পার্ট) অন্যের সাথে মেলে না । কতো কতো মানুষ, একজনের ফিচার (চেহারা) অন্যের সাথে মিলতে পারে না । বাচ্চারা জানে যে, এই ওয়ার্ল্ড ড্রামা হুবহু রিপিট হতে থাকে । তোমাদের কাছে এই গীতও আছে যে - আবারও গীতা জ্ঞান শোনাতে হয় । বাবা বলেন, আমি তোমাদের কতবার এই জ্ঞান শোনাই । আমি, তুমি আর সম্পূর্ণ দুনিয়া এখন আছে, পূর্ব কল্পেও ছিলো । কল্প -কল্প আবারও মিলতে থাকবো । দ্বিতীয় অন্য কোনো দুনিয়া আর হয় না । বাবা বলেন, আমি হলাম এক, আর রচনাও এক । ভগবান এক । দ্বিতীয় কোনো নাম-নিশানা নেই । উঁচুর থেকেও উঁচু হলেন শিব বাবা । তারপর বলে, ত্রিমুর্তি ব্রহ্মা । ত্রিমুর্তিতে ব্রহ্মাকে বেশী রাখা হয় । ত্রিমূর্তি শঙ্কর বলা হবে না । এমন গাওয়া হয় -- দেব-দেব মহাদেব । প্রথমে আসেন ব্রহ্মা । এই তিন দেবতাদের মধ্যে এক নম্বর হলেন ব্রহ্মা । ব্রহ্মাকেই গুরু বলা হয় । শঙ্করকে বা বিষ্ণুকে গুরু বলা হয় না । ত্রিমুর্তিতে মুখ্য হলেন ব্রহ্মা । ওই সূক্ষ্মবতনবাসী তো হলেন সম্পূর্ণ ব্রহ্মা । চিত্র তো একই রকম । তাহলে উচ্চ থেকে উচ্চ হলেন শিব বাবা, তিনি সকলের বাবা । তারপর গায়ন হয়, গ্রেট গ্রেট গ্র্যান্ড ফাদারের, যাঁর থেকে

মনুষ্য সৃষ্টি রূপী ঝাড় নির্গত হয় । এ হলো মনুষ্য সৃষ্টি রূপী ঝাড় । প্রথম-প্রথম অ্যাডাম অর্থাৎ আদি দেব, আদি দেবী, তাঁদের থেকে রচনা রচিত হয়, কিন্তু সবাই তো আর ব্রহ্মাকুমার-ব্রহ্মাকুমারী হয় না । যারা ব্রাহ্মণ হয় তারাই আবার দেবতা হয় । এ হলো ঈশ্বরীয় পড়া । যজ্ঞতে ব্রাহ্মণেরই প্রয়োজন । ওই ব্রাহ্মণরা জাগতিক যজ্ঞের রচনা করে ।তোমাদের যজ্ঞ হলো আধ্যাত্মিক । ওদের যজ্ঞ কিছু সময় ধরে চলে । তারপর শেষের দিকে তিল, ঘৃত ইত্যাদি আহূতি দেয় । এ তো অনেক বড় যজ্ঞ, এতে সম্পূর্ণ দুনিয়া স্বাহা হয়ে যাবে। সত্যযুগ, ত্রেতাতে কখনো যজ্ঞ হয় না । ওরা যজ্ঞ করে উপদ্রব দূর করার জন্য । দ্বাপর থেকে উপদ্রব শুরু হয় । বাবা বলেন, এই যজ্ঞের পরে অর্ধেক কল্প কোনো যজ্ঞ হয় না । বোঝানো হয়, তোমরা বিচার করে দেখো যে, কোনটা সঠিক ? এই ছোটো ছোটো যজ্ঞ সবই জাগতিক । এ হলো অসীম জগতের যজ্ঞ । এই যজ্ঞতে সবকিছুই অহুতি পড়বে । তারপর অর্ধেক কল্প আর কোনো যজ্ঞ হবে না । পূজার জন্য কোনো মন্দিরও থাকবে না । মন্দির তৈরীই হয় ভক্তিমার্গে । তাই উঁচুর থেকে উঁচু শিব বাবাকে সব ভক্তরা স্মরণ করে, কিন্তু তাঁর পরিচয় না জানার কারণে 'এটা না - ওটাও না' বলে দেয় । রচনা আর রচয়িতার পারাবার আমরা পেতে পারি না । আবার তখন গেয়েও থাকে -- ভগবান, তোমার মতি-গতি আলাদা, তুমিই জানো । অবশ্যই কোনো জিনিস আছে, তাই তো বলে, তুমিই জানো । অবশ্যই তিনি নাম - রূপ সম্পন্ন হবেন, তাই তো বলে -- ভগবান, তোমার গতি - মতি পৃথক । মানুষ কিন্তু এর অর্থ বুঝতে পারে না । বাবা বোঝান - আমার মত সবার থেকে পৃথক । আমি তোমাদের শূদ্র থেকে ব্রাহ্মণ বানিয়ে তারপর শ্রেষ্ঠ দেবতা বানাই । আমিই জীবনমুক্তি দাতা । আমিই সকলের উদ্ধারকর্তা । কলিযুগ সম্পূর্ণ হয়ে তারপর সত্যযুগ হয় । সত্যযুগে দুঃখের কোনো কথা থাকে না । বাবা এখন তোমাদের দুঃখ থেকে উদ্ধার করেন । বাকি সবাই শান্তিধামে চলে যাবে । কলিযুগের অন্তিমেই লিবারেটার আসেন । তিনি এসেই নরককে স্বর্গে পরিণত করেন । এখানে তো খুবই দুঃখ, একে স্বর্গ বলা যাবে না । পুরানো দুনিয়াকে তো নতুন দুনিয়া বলাই যাবে না । নতুন দুনিয়াতে লক্ষ্মী -নারায়ণের রাজ্য ছিলো । পুরানো দুনিয়াতে কি আছে ? এই দুনিয়া আবার নতুন দুনিয়াতে পরিণত হয় । উঁচুর থেকেও উঁচু বাবা এসে পুরানো দুনিয়া থেকে নতুন দুনিয়া তৈরী করেন । সূক্ষ্মবতনবাসী ব্রহ্মা - বিষ্ণু - শঙ্করকে দেবতা বলা হয় । এমন কোথাও লেখা নেই যে, প্রজাপিতা ব্রহ্মা সূক্ষ্মবতনবাসী । সূক্ষ্মবতনে তো প্রজাই থাকে না । প্রজাপিতা ব্রহ্মাকে তো এখানেই প্রয়োজন । উঁচুর থেকে উঁচু হলেন শিব বাবা, এরপর দ্বিতীয় নম্বরে হলেন ব্রহ্মা । শিব বাবা বসে এই ব্রহ্মার দ্বারা সার্ভিস করান । তিনি ব্রাহ্মণদের দেবতা বানান । এখানে তো হলোই পাপ আত্মাদের দুনিয়া, রাবণ রাজ্য । মানুষ যা কিছুই করে, তাতে তাদের পাপই হয় । এখানে তো ভ্রষ্টাচারীদের সঙ্গেই আদানপ্রদান হবে । দ্বাপর যুগ থেকে ভ্রষ্টাচার শুরু হয় । তারপর অন্তিম সময়ে বাবা এসে তোমাদের মহান শ্রেষ্ঠাচারী বানান । এই কলা কম হওয়াতে পাঁচ হাজার বছর লাগে, যারা অতি শ্রেষ্ঠ দেবী দেবতা ছিলেন, তারাই আবার নীচে নামতে থাকেন । এই খেলাই হলো এমন । বাবা বসে তোমাদের কতো ভালোভাবে বোঝান । কেউ যদি বসে বোঝে তাহলে খুব ভালোভাবে বুঝতে পারে । তোমরা যখন করাচিতে ভাট্টিতে ছিলে, তখন বোঝার জন্য আসতে । পার্টিশনের পরে অনেকেই চলে গেলো কিন্তু তোমরা থেকে গেলে । তোমরা সেখানে কারোর সঙ্গ করতে না । সঙ্গ থেকে দূরে থেকেও তোমরা নম্বরের ক্রমানুসারে পুরুষার্থ করেছো । সবাই তো একইরকম পুরুষার্থ করতে পারে না । স্কুলেও সবাই একইরকম নম্বর পায় না । দুইজন স্টুডেন্টস একসাথে ৯৯ নম্বর পেতে পারে না । ক্লাসে কি একজন আরেকজনের নম্বরে বসবে নাকি । ঘোড়ারও রেস হয়, সেখানেও দুটি ঘোড়া একরকম হয় না । এর নাম রাখা হয়েছে রাজস্ব অশ্বমেধ, ঘোড়াকে অশ্ব বলা হয়, তোমরা হলে রুহানী ঘোড়া । তোমাদের দৌড় হলো ঘরের দিকে, যাতে আমরা প্রথমে বাবার কাছে পৌঁছাতে পারি । ওখানে তো সাইকেলের, ঘোড়ার রেস হয় । যুদ্ধেরও রেস হয় । তোমাদের যেমন যুদ্ধও তেমনই রেস । তোমাদের হলো মায়াকে জয় করার জন্য যুদ্ধ আর তোমাদের বাবাকে স্মরণ করার কথাই বলা হয় । তোমাদের এমন কথা বলা হয় না যে, গুরু নানককে স্মরণ করো, বা অন্য কাউকে স্মরণ করো । সকলের সদ্গতি দাতা একজনই । বাস্তবে সবাইকে দয়াও করেন একজন । সর্বের সদ্গতি দাতা, পতিত পাবনও একজনই । ওরা নিজেদের উপর এই নাম রেখে দিয়েছে, তাহলে তো মিথ্যা হয়ে গেলো, তাই না । সর্বের সুখ দানকারীও একজনই । সুখধামেও বাবাই নিয়ে যান । তাই বাবার থেকেই সুখধামের উত্তরাধিকার গ্রহণ করা উচিত । অর্ধেক কল্প রাবণ তোমাদের অভিশপ্ত করেছে । এখন বাবার থেকে উত্তরাধিকার গ্রহণ করো । এ তো হলো পাপ আত্মাদের দুনিয়া । পাপের দুনিয়াতে পুণ্য হয় না । এ তো মিথ্যা গল্প করে যে, অমুকে মারা গিয়ে স্বর্গবাসী হয়েছে । আরে এখানে তো স্বর্গই নেই তাহলে কিভাবে স্বর্গে জন্মগ্রহণ করবে । এও যারা বুঝতে পারে, তারাই বুঝবে । বোঝার জন্য এখানে বসে থাকতে হবে না । যদিও বিলাতে থাকো তাহলেও সাতদিন বাবার সঙ্গে অবশ্যই থাকতে হবে, কেননা সুসঙ্গ উদ্ধার করে আর কুসঙ্গ নাশ করে । যদি তীর বিদ্ধ হয় তাহলে বলবে আরও সাতদিন থাকবো । তাই বাবা পরীক্ষা নেন -- সম্পূর্ণ নিশ্চিত আছে কিনা, মন এখানে লাগে কিনা, তীর বিদ্ধ হয় কিনা -- বাবা তো পড়ান । আরে, বাবার কাছে তো থাকতে হবে, তাই না । রং যখন পাকা হয়ে যাবে, তখন বিদেশে গিয়েও থাকতে পারো । এখন যদি পবিত্র হও তাহলে ২১ জন্মের জন্য রাজত্ব প্রাপ্ত করবে । এ কি কম কথা ? তোমরা এক জন্ম পবিত্র হও, এ কোনো বড় কথা নয় । বাবা তো অনেক উপায় বলে দেন ।

তোমরা ধীরে - ধীরে সেই উপায় অবলম্বন করে চলো, যাতে কারোর সাথে কোনো মতবিরোধ না হয়, বন্ধুত্বও থাকে, আবার নিজেকে মুক্তও করতে থাকো। বাবা হলেন একমাত্র চালাক এবং গুহ্য রহস্যের জ্ঞাতা, তিনি তোমাদের গুহ্য উপায় বলে দেন যে -- তোমরা এইভাবে করো। বহু বাচ্চা কানের সামনে বারবার বলতে বলতে তারপর পতিকে নিয়ে আসে। তারপর পতি তার স্ত্রীর কাছে মাথা নত করে যে, এ আমাকে বাঁচালো। ওই ব্রাহ্মণরা তো বিকারের হাতকড়া পড়ায়। এখানে ব্রহ্মা আর ব্রাহ্মণরা সেই বন্ধন বাতিল করে পবিত্রতার গাঁটছড়া বাঁধে। বাচ্চারা বলেও থাকে - বাবা, তুমি আমাদের স্বর্গে নিয়ে যাও। তাহলে তোমার কথা আমরা কেন মানবো না। আমরা আনন্দের সাথে পবিত্রতার কঙ্কন বাঁধবো। আচ্ছা।

মিষ্টি - মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা - পিতা, বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা তাঁর আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ-

১) পবিত্র থাকার যুক্তি নিজেকেই রচনা করতে হবে। ২১ জন্মের পবিত্রতার জন্য প্রতিজ্ঞা করতে হবে।

২) শ্রেষ্ঠর থেকেও শ্রেষ্ঠ হওয়ার জন্য শ্রেষ্ঠাচারীদের সঙ্গে আদানপ্রদান করতে হবে। বাবার সঙ্গে থেকে নির্ভয় হতে হবে।

বরদানঃ- সর্বশক্তিমানের সাথের স্মৃতির দ্বারা সদা সফলতার অনুভব করে কম্বাইন্ড রূপধারী ভব

সর্বশক্তিমান বাবাকে নিজের সাথী বানিয়ে নাও, তাহলে শক্তি সদাই সাথে থাকবে। আর যেখানে সর্ব শক্তি থাকে, সেখানে সফলতা আসবে না -- এ অসম্ভব, কিন্তু বাবার সাথে কম্বাইন্ড থাকাতে যদি কমতি থাকে, মায়া যদি কম্বাইন্ড রূপ হয়ে পৃথক করে দেয় তাহলে সফলতাও কম হয়ে যায়, তখন পরিশ্রমের পরে সাফল্য প্রাপ্ত হয়। মাস্টার সর্বশক্তিমানের সামনে সফলতা, সামনে - পিছনে ঘুরতে থাকে।

স্লোগানঃ- সবার শুভেচ্ছা প্রাপ্ত করতে হলে 'হাঁ জী' (হ্যাঁ অবশ্যই) করে সহযোগের হাত বাড়িয়ে চলো।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent

5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;